ই-অগ্রণী দর্পণ

৬ষ্ঠ বর্ষ। ৩য় সংখ্যা। জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০২৪

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি.

Agrani Bank PLC.

Committed to serve the nation

www.agranibank.org

পরিচালনা পর্ষদ

চেয়ারম্যান

সৈয়দ আবু নাসের বখতিয়ার আহমেদ

পরিচালক

নাফিউল হাসান

খোন্দকার ফজলে রশিদ

মোহাম্মদ মাসুদ রানা চৌধুরী

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব)

ওয়াহিদা বেগম

প্রধান উপদেষ্টা

ওয়াহিদা বেগম
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব)

উপদেষ্টা

উপব্যবস্থাপনা পরিচালক
তাহমিনা আখতার
কাজী আব্দুর রহমান
মো. আবুল বাশার

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মহাব্যবস্থাপকগণ

একেএম শামীম রেজা
মো. শামছুল আলম
একেএম ফজলুল হক
মো. আমিনুল হক
মো. নুরুল হুদা
মোহাম্মদ ফজলুল করিম
আবু হাসান তালুকদার
মো. আতিকুর রহমান সিদ্দিকী
মো. আফজাল হোসেন
স্বপন কুমার ধর
সুধীর রঞ্জন বিশ্বাস
শাহীনূর সুলতানা
মো. হুমায়ুন কবির
মো: সামিউল হুদা
মোহাম্মদ দীদারুল ইসলাম
মো. শাহিনুর রহমান

সম্পাদকীয় পরামর্শক

রুবানা পারভীন
মহাব্যবস্থাপক
পাবলিক রিলেশনস ডিভিশন

সম্পাদক

শাহনাজ চৌধুরী
উপমহাব্যবস্থাপক
পাবলিক রিলেশনস ডিভিশন

সহকারী সম্পাদক

মোহাম্মদ শাকির হোসেন খান
প্রিন্সিপাল অফিসার

মো. মাহমুদুল হক
প্রিন্সিপাল অফিসার

গ্রাফিক্স ডিজাইনার

ফারহানা সুলতানা
প্রিন্সিপাল অফিসার

প্রকাশনায়: স্পেশাল স্টাডি সেল ,পাবলিক রিলেশনস ডিভিশন, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি.
আলামিন সেন্টার (ফ্লোর ১৩) ২৫/এ দিলকুশা, ঢাকা ১০০০
ফোন ৮৮০২-৯৫১৫২৮৫ ইমেইল ssc@agranibank.org
www.eagranidarpon.org

ই-অগ্রণী দর্পণ
অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি এর ত্রৈমাসিক ই-বুক প্রকাশনা

সূচিপত্র

অগ্রণী পরিক্রমা

০৪

নতুন চেয়ারম্যান সৈয়দ আবু নাসের বখতিয়ার আহমেদ
প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে একদিনের বেতন প্রদান

সভা ও সম্মেলন

০৫

অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা
অগ্রণী এসএমই ফাইন্যান্সিং কোম্পানি লিমিটেডের ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা

ট্রেনিং ও কর্মশালা

০৬

ব্যাংকিং বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন
কোর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

০৭

ব্যাংকিং বুনিয়াদি কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ
ব্যাংকিং আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা
ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড পেমেন্ট এন্ড ফাইন্যান্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

০৮

ডেভেলপমেন্ট অব লিডারশিপ কোয়ালিটি অব ব্রাঞ্চ ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী
ইসলামিক ব্যাংকিং অপারেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পুরস্কার

এপিএ- তে সাফল্য

পদোন্নতি

০৯

উপমহাব্যবস্থাপক পদে ৫ জনের পদোন্নতি ও পদায়ন

সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রিন্সিপাল অফিসার, সিনিয়র অফিসার ও অফিসার পদে পদোন্নতি

শোকসংবাদ

সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এনামুল হক চৌধুরীর মৃত্যু
সিনিয়র অফিসার সাদিয়া তাসনিমের মৃত্যু

১০

অফিসার মো. নজরুল ইসলামের মৃত্যু

গল্প

মনটা আজ বড্ডই বিক্ষিপ্ত: টি,আই, এম ফয়সাল

১১

দ্য ফেইথফুল: সাইফুল আলম

সাময়িক ভাবনা

১৩

বাংলাদেশে পপুলিজমের বিস্তার এবং অর্থব্যবস্থায় এর প্রভাব: শাহনাজ রহমান মুক্তা

সম্পাদকীয়

সময়ের আবর্তে নতুনের আহ্বান

সময়ের চাকা অপ্রতিরোধ্য, এরই ধারাবাহিকতায় আরেকটি ত্রৈমাসিক চক্র অতিক্রম করলো পৃথিবী। পরিবর্তনের ছন্দে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় জীবনেও এসেছে প্রত্যাশা ও সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। ছাত্র-জনতার বীরত্বপূর্ণ গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান ঘটেছে। হাজারো ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। শান্তিতে নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

দেশের আর্থিক খাতের দীর্ঘদিনের অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা দূরীকরণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্বশীলতা এবং প্রজ্ঞার সাথে কাজ করে চলেছে। এই সময়ে আমাদের জন্য একটি অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ হলো, বাংলাদেশের অন্যতম খ্যাতিমান ব্যাংকার এবং অগ্রণী পরিবারের পুরনো সদস্য সৈয়দ আবু নাসের বখতিয়ার আহমেদ অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি'র চেয়ারম্যান পদে যোগদান করেছেন। তিনি এর আগে সফলতার সাথে দুই মেয়াদে অগ্রণী ব্যাংকের এমডি এবং সিইও'র দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আমরা গভীরভাবে আশাবাদী যে তার দীর্ঘ ও বর্ণাঢ্য ব্যাংকিং ক্যারিয়ার এবং অমূল্য অভিজ্ঞতা অগ্রণী ব্যাংককে একটি নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।

আমরা গভীর শোক ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি অগ্রণী পরিবারের সেই সদস্যদের, যাদের আমরা হারিয়েছি এই সময়ে। তাদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। একইসঙ্গে, যারা বৈষম্যমুক্ত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্নে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাদের প্রতি রইলো আমাদের অন্তহীন ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা।

আসুন, নতুন সম্ভাবনা ও উদ্যমে উজ্জীবিত হয়ে, অগ্রণী ব্যাংকের আগামী দিনগুলোকে সমৃদ্ধ ও সফল করার প্রতিজ্ঞা করি। বৈষম্যহীন, উন্নত ও আলোকিত বাংলাদেশ গড়ার পথে অগ্রণী পরিবার হোক দৃষ্টান্ত।

অগ্রণী পরিক্রমা

নতুন চেয়ারম্যান সৈয়দ আবু নাসের বখতিয়ার আহমেদ

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের স্মারক নম্বর ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০৪. ১৭.৯১ তারিখ: ০৩-০৯-২০২৪ এর মাধ্যমে সৈয়দ আবু নাসের বখতিয়ার আহমেদ-কে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি. এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক ও চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, যোগদানের তারিখ থেকে তিন বছর মেয়াদে এই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

সৈয়দ আবু নাসের বখতিয়ার আহমেদ

প্রায় ২০ বছর আগে তিনি অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে প্রথমে ২ অক্টোবর ২০০৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৭ এবং দ্বিতীয়বারে ১৫ এপ্রিল ২০০৮ থেকে ১২ এপ্রিল ২০১০ এই দুই মেয়াদে এমডি ও সিইও-এর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১ ডিসেম্বর ১৯৪৬ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নটরডেম কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি এবং ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের ব্যবসা প্রশাসন ইনস্টিটিউট থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় এমবিএ প্রোগ্রামটি পরিচালিত হত।

নাসের বখতিয়ার আহমেদ ১৯৭০ সালে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ শাখার পরিদর্শন উইংয়ে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি ১৯৭৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ শাখা এবং বোর্ড সচিবালয় শাখায় কাজ করেন। এরপর তিনি বর্তমান ইউএই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তৎকালীন ইউনাইটেড আরব এমিরেটস কারেন্সি বোর্ডে যোগ দেন। তিনি আবুধাবি, দুবাই এবং শারজায় বৈদেশিক মুদ্রা, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা এবং ব্যাংকিং তদারকি ওপরিদর্শন শাখায় বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘ ২১ বছর তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতে কাটিয়ে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

তিনি অক্টোবর ১৯৯৫ থেকে এপ্রিল ১৯৯৯ পর্যন্ত আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেডের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তারপর তিনি ১৯৯৯ সালের এপ্রিলে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর পদে যোগদান করেন এবং ২০০১ এর এপ্রিলে পদোন্নতি পেয়ে অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর হন। নভেম্বর ২০০১ থেকে মে ২০০২ পর্যন্ত প্রাইম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) ছিলেন।

অগ্রণী ব্যাংকে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত তিনি সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

২০০৪ সালের অক্টোবরে বখতিয়ার আহমেদ অগ্রণী ব্যাংকের কর্মকাণ্ডকে সুশৃঙ্খল এবং গতিশীল করার দায়িত্ব নিয়ে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং আর্থিক খাত সংস্কার প্রকল্পের আওতায় অগ্রণী ব্যাংকে নিয়োজিত প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপারস-এর উপদেষ্টা কমিটির সিইও নিযুক্ত হন।

বখতিয়ার আহমেদ আইবিএ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন এবং এমবিএ ক্লাবের আজীবনসদস্য। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস এসোসিয়েশনের (বাফেদা) চেয়ারম্যান এবং এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট-এর গভর্নিং বডির সদস্য হিসেবে কাজ করেন। তিনি Finexcel এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান।

প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে এক দিনের বেতন প্রদান

বন্যার্তদের সহায়তায় প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে নির্বাহী, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের একদিনের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ অনুদান দিয়েছে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি। দেশের বিভিন্ন জেলায় ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে ২৫ আগস্ট ২০২৪ এ অর্থ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। এসময় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য গভীর উদ্বেগ ও তাদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করে অগ্রণী ব্যাংক পরিবার।

সভা ও সম্মেলন

অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা

অগ্রণী ব্যাংকের পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সাবসিডিয়ারী কোম্পানি অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২৫ জুলাই ২০২৪ অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি'র প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা

অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মুরশেদুল কবীরের সভাপতিত্বে সভায় হোল্ডিং কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালক মো. শাহাদাৎ হোসেন, এফসিএ। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক এবং অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের পরিচালক শাহিদা সুলতানা, অগ্রণী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াহিদা বেগম, মহাব্যবস্থাপক (সিএফও) মোহাম্মদ দীদারুল ইসলাম, এফসিএ এবং অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের সিইও অরুন্ধতী মন্ডল, ডিসিইও মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী এবং কোম্পানি সচিব মো. তারিকুল ইসলাম। সভায় অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের পুঁজিবাজারে লেনদেনসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সার্বিক তথ্যচিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি ২০২৩ সালের নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন করা হয় এবং পুঁজিবাজারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কর্মকান্ড বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

অগ্রণী এসএমই ফাইন্যান্সিং কোম্পানি লিমিটেডের ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি'র শতভাগ মালিকাধীন অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান অগ্রণী এসএমই ফাইন্যান্সিং কোম্পানি লিমিটেডের ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অগ্রণী এসএমই ফাইন্যান্সিং কোম্পানি লিমিটেডের ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এ বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন কোম্পানির চেয়ারম্যান ও অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব) ওয়াহিদা বেগম। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানির পরিচালক মো. মশিউর আলী, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্মসচিব মো. হেলাল উদ্দীন, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জাহিদুল হক, হোল্ডিং কোম্পানির প্রতিনিধি ও অগ্রণী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবুল বাশার, কোম্পানি সচিব মো. মুজাহিদুল ইসলাম জোয়ারদার।

ট্রেনিং ও কর্মশালা

ব্যাংকিং বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন

এবিটিআই কর্তৃক আয়োজিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ৮৪তম ও ৮৫তম ব্যাচের বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তা এবং অতিথিবৃন্দ

অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এবিটিআই) কর্তৃক আয়োজিত ৮৪তম, ৮৫তম, ৮৬তম ও ৮৭তম ব্যাচের ৩০ দিনব্যাপী ব্যাংকিং বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হয়েছে।

৬ জুলাই ও ৩১ আগস্ট ২০২৪ প্রধান অতিথি হিসেবে এ দুইটি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন ও সেশন পরিচালনা করেন অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মুরশেদুল কবীর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াহিদা বেগম।

এবিটিআই কর্তৃক আয়োজিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ৮৬তম ও ৮৭তম ব্যাচের বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তা এবং অতিথিবৃন্দ

এবিটিআই-এর পরিচালক ও উপমহাব্যবস্থাপক মো. রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে সম্মানিত অতিথি ছিলেন মহাব্যবস্থাপক (এইচআরপিডিওডি) মো. আমিনুল হক।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৮৪তম ও ৮৫তম ব্যাচে অগ্রণী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার ৮০ জন কর্মকর্তা এবং ৮৬তম ও ৮৭তম ব্যাচে ৭২ জন অংশগ্রহণ করছেন।

এসময় প্রধান অতিথি মো. মুরশেদুল কবীর প্রশিক্ষণার্থীদের সততা, নিষ্ঠা ও নৈতিকতার সাথে ব্যাংকিং পেশায় নিজেদেরকে গড়ে তোলার পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

কোর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

এবিটিআই কর্তৃক আয়োজিত কোর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার একাংশ

অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এবিটিআই) কর্তৃক আয়োজিত ১২ জুলাই ২০২৪ শুক্রবার কোর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট (Core Risk Management) বিষয়ক দুই দিনব্যাপি (অন ক্যাম্পাস) প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হয়। এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন ও সেশন পরিচালনা করেন অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি. এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মুরশেদুল কবীর। এবিটিআই-এর পরিচালক ও উপমহাব্যবস্থাপক মো. রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে কর্মশালায় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন ডিভিশন ও বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

ব্যাংকিং বুনিয়াদি কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র বিতরণ

ব্যাংকিং বুনিয়াদি কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীকে সনদপত্র প্রদান করছেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মুরশেদুল কবীর

অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এবিটিআই) কর্তৃক আয়োজিত ৮৪তম ও ৮৫তম ব্যাচের ৩০ দিনব্যাপী ব্যাংকিং বুনিয়াদি কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। ১৪ আগস্ট ২০২৪ বুধবার এবিটিআইয়ে অনুষ্ঠিত এ সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মুরশেদুল কবীর। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াহিদা বেগম, মহাব্যবস্থাপক (এইচআরপিডিওডি) মো. আমিনুল হক। বুনিয়াদি কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন এবিটিআই-এর পরিচালক ও উপমহাব্যবস্থাপক মো. রেজাউল করিম। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অগ্রণী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার ৮০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এসময় বক্তারা প্রশিক্ষণার্থীদের সততা, নিষ্ঠা ও নৈতিকতার সাথে ব্যাংকিং পেশায় নিজেদেরকে গড়ে তোলার পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

ব্যাংকিং আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

এবিটিআই কর্তৃক আয়োজিত ল এন্ড প্র্যাকটিস বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার একাংশ

অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এবিটিআই) কর্তৃক আয়োজিত ২৩ আগস্ট ২০২৪ শুক্রবার ব্যাংকিং ল এন্ড প্র্যাকটিস (Banking Laws& Practices) বিষয়ক দুই দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হয়। এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন ও সেশন পরিচালনা করেন অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মুরশেদুল কবীর। বিশেষ অতিথি ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের (এইচআরপিডিওডি) মো. আমিনুল হক। এবিটিআই-এর পরিচালক ও উপমহাব্যবস্থাপক মো. রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন ডিভিশন, আঞ্চলিক কার্যালয় ও বিভিন্ন শাখার ৫০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড পেমেন্ট এন্ড ফাইন্যান্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

এবিটিআই কর্তৃক আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড পেমেন্ট এন্ড ফাইন্যান্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার একাংশ

অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এবিটিআই) কর্তৃক আয়োজিত ইন্টার ন্যাশনাল ট্রেড পেমেন্ট এন্ড ফাইন্যান্স বিষয়ক দশ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হয়েছে। ২৫ আগস্ট ২০২৪ রোববার এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন ও সেশন পরিচালনা করেন অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মুরশেদুল কবীর। কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক (এইচআরপিডিওডি) মো. আমিনুল হক। এবিটিআই-এর পরিচালক ও উপমহাব্যবস্থাপক মো. রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

ডেভেলপমেন্ট অব লিডারশিপ কোয়ালিটি অব ব্রাঞ্চ ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

এবিটিআই কর্তৃক আয়োজিত ডেভেলপমেন্ট অব লিডারশিপ কোয়ালিটি অব ব্রাঞ্চ ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তা এবং অতিথিবৃন্দ

অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এবিটিআই) কর্তৃক আয়োজিত ৫ দিনব্যাপী ডেভেলপমেন্ট অব লিডারশিপ কোয়ালিটি অব ব্রাঞ্চ ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী শুরু হয়েছে। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ প্রধান অতিথি হিসেবে এ প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি'র প্রধান নির্বাহী মো. মুরশেদুল কবীর। এবিটিআই-এর পরিচালক ও উপমহাব্যবস্থাপক মো. রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মো. আমিনুল হক। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অগ্রণী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার ৪৯ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করছেন। এসময় প্রধান অতিথি মো. মুরশেদুল কবীর প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সুদক্ষ নেতৃত্বের বিকাশে সততা, নিষ্ঠা ও নৈতিকতার গুরুত্ব এবং শাখায় অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের প্রকাশের মাধ্যমে সবাইকে অনুপ্রাণিত করার বিষয়ে পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

ইসলামিক ব্যাংকিং অপারেশন বিষয়ক কর্মশালা

ইসলামিক ব্যাংকিং অপারেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার একাংশ

অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এবিটিআই) কর্তৃক আয়োজিত ইসলামিক ব্যাংকিং অপারেশন বিষয়ক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করা হয়েছে। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি'র উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবুল বাশার। এবিটিআইয়ের পরিচালক ও উপমহাব্যবস্থাপক মো. রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে এসময় ইসলামিক ব্যাংকিং ইউনিটের উপমহাব্যবস্থাপক মো. নুরুল ইসলামসহ এবিটিআইয়ের অনুষদ সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার ৪৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

পুরস্কার

এপিএ-তে সাফল্য

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর চূড়ান্ত মূল্যায়নে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি। সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ৩০ জুলাই ২০২৪ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব মো. আব্দুর রহমান খান, এফসিএমএ এর নিকট থেকে ক্রেস্ট ও প্রশংসাপত্র গ্রহণ করেন অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি'রপ্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মুরশেদুল কবীর।

থেকে ক্রেস্ট ও প্রশংসাপত্র গ্রহণ করেন অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি'র এসময় অগ্রণী ব্যাংকের চীফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার মোহাম্মদ দীদারুল ইসলাম, এফসিএ, উপমহাব্যবস্থাপক দেবব্রত পাল সহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানবিভাগের সচিব মো. আব্দুর রহমান খান, এফসিএমএ এর নিকট থেকে ক্রেস্ট ও প্রশংসাপত্র গ্রহণ করেন অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মুরশেদুল কবীর

পদোন্নতি

উপমহাব্যবস্থাপক পদে ৫ জনের পদোন্নতি ও পদায়ন

অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ২৯ জুলাই ১ জন, ১ সেপ্টেম্বর ১ জন এবং ৩০সেপ্টেম্বর ৩ জনসহ মোট ৫ জন সহকারী মহাব্যবস্থাপককে উপমহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান পূর্বক নতুন কর্মস্থলে পদায়ন করেছেন। পদোন্নতি প্রাপ্তরা হলেন মো. হায়দারুজ্জামান (অঞ্চল প্রধান, আঞ্চলিক কার্যালয়, নেত্রকোনা), মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ (অঞ্চল প্রধান, আঞ্চলিক কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ), মো. ওমর ফারুক (সেন্টাল একাউন্টস্ ডিভিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা), সাবিনা সুলতানা (অঞ্চল প্রধান, আঞ্চলিক কার্যালয়, কুষ্টিয়া) , মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন (মহাব্যবস্থাপকের সচিবালয়, কুমিল্লা) ।

সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রিন্সিপাল অফিসার , সিনিয়র অফিসার ও অফিসার পদে পদোন্নতি

ব্যাংকের স্বার্থে অধিকতর অবদান রাখার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ ৩০ জুন ৮৬ জনকে সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, ৫১৩ জনকে প্রিন্সিপাল অফিসার, ২৫৮ জনকে সিনিয়র অফিসার, ২৮ জনকে অফিসার ১ সেপ্টেম্বর ১৪ জনকে প্রিন্সিপাল অফিসার ১৬ জনকে সিনিয়র অফিসার ৩০ সেপ্টেম্বর ২ জনকে সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, ৬ জনকে প্রিন্সিপাল অফিসার, ৪ জনকে সিনিয়র অফিসার পদে পদোন্নতি প্রদান পূর্বক নতুন কর্মস্থলে পদায়ন করা হয়।

শোকবার্তা

সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এনামুল হক চৌধুরীর মৃত্যু

অগ্রণী ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এনামুল হক চৌধুরী গত ১০-০৮-২০২৪ ইং তারিখে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তাঁকে সিলেটে দাফন করা হয়েছে। তিনি ১৯৬৫ সালে ইউনাইটেড ব্যাংকে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি শিল্প ব্যাংক (বর্তমান বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক), সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

এনামুল হক চৌধুরী

এনামুল হক চৌধুরীর মৃত্যুতে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি.'র পরিচালনা পর্ষদ, উধ্বর্তন নির্বাহী, সকল স্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরা গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

সিনিয়র অফিসার সাদিয়া তাসনিমের মৃত্যু

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি., মোহাম্মদপুর শাখা, ঢাকায় কর্মরত সিনিয়র অফিসার জনাব সাদিয়া তাসনিম, পিতা : মৃত মো. আব্দুল কাদের, কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাসায়, ২৭-০৭-২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.০০ ঘটিকায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না

ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৩৯ বছর ৫ মাস ২৬ দিন । তিনি মাতা, স্বামী, দুই মেয়েসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি. এ ২০১৭ সালে সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগদান নিজ দায়িত্বের প্রতি অবিচল থেকে ব্যাংকিং সেবা দিয়ে গেছেন। একজন সৎ, দক্ষ ও পরিশ্রমী কর্মকর্তাকে হারিয়ে অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মুরশেদুল কবীর, এবং সকল নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

অফিসার মো. নজরুল ইসলামের মৃত্যু

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি., রাজউক ভবন শাখা, ঢাকা-এ কর্মরত অফিসার জনাব মো. নজরুল ইসলাম , পিতা- মৃত মো. ফজলুল করিম , মুগদা মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল , ঢাকা-এ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গত ২০-০৯-২০২৪ দুপুর ২.৪৫ ঘটিকায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর ৩ মাস ৮ দিন । তিনি মাতা, স্ত্রী, দুই কন্যাসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

তিনি অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি. এ ২০১১ সালে গোডাউন কিপার হিসেবে যোগদান করেন নিজ দায়িত্বের প্রতি অবিচল থেকে ব্যাংকিং সেবা দিয়ে গেছেন। একজন সৎ, দক্ষ ও পরিশ্রমী কর্মকর্তাকে হারিয়ে অগ্রণী ব্যাংকের সকল নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

মো. নজরুল ইসলাম

গল্প

মনটা আজ বড়োই বিক্ষিপ্ত

টি, আই, এম ফয়সাল

অফিস থেকে বাড়ি ফেরার বাসটা মিস হলো বললে ভুল হবে, ইচ্ছে হলো না ধরতে, আজ আমার একা পথ চলার দিন, একা একা কথা বলার দিন।

যখন বড্ডো বেশি এলোমেলো হয়ে যাই, তখন কোনো কারণ ছাড়াই আমি হাঁটি, হাঁটতে থাকি ফুটপাত ধরে অবিরাম...! নিরুপায় পথিকের মতো চলতে থাকা দেহে ধীরে ধীরে ঘামে ভেজা শার্ট পিঠ লেপ্টে যায় আর বাতাসে কালো পেট্রলের গন্ধে ফুসফুসটা যেন আকুতি জানায় একটুখানি অক্সিজেনমাখা মুক্ত বাতাসের।

মতিঝিলের কোলাহল পাশ কাটিয়ে, স্টেডিয়াম বাইপাস রাস্তা ধরে জিরো পয়েন্ট শেষে কার্জন হলের কাঠ গোলাপের পথটি যেন সন্ধ্যের আলোছায়ার এক অদ্ভুত শূন্যতা...বেলা শেষের মন উদাস করা নীরবতা হৃদয় কোণে বিরহের মেঘ নামায়। আমার বিরামহীন পথ চলা দেহে ক্লান্তি আনে, মনে ক্লান্তি নামে না! রাস্তার অচেনা মানুষ গুলোই যেন এ সময় খুবআপন, নিঃসঙ্গতার একমাত্র সঙ্গ।

আমি চলতে থাকি। শহীদ মিনার পাশ কাটিয়ে চিরচেনা ফুলার রোড ধরে....

ফেলে আসা স্মৃতির ভুলে যাওয়া পথে সময় কাটানো আমার পুরানো রোগ।হঠাৎ টিচার্স কলোনী থেকে খুব প্রিয় একটা গানের সুর ভেসে আসে, শ্রীকান্ত আচার্যের 'আমি খোলা জানালা'...! খুব অবাক লাগে যখন একা হয়েও কেন যেন একা হতে পারি না, একাকী পথিকের জন্য প্রকৃতির কি অদ্ভুত আয়োজন।

গানের সুরটা মিলিয়ে গেলো নীলক্ষেত মোড়ের কাছাকাছি, সত্যি বলতে কি আরো কিছুক্ষণ গানটা শুনতে ইচ্ছে করছিলো তাই কয়েকটা দোকানে 'টাইপ সি' হেডফোন খুঁজলাম কিন্তু পেলাম না। স্যামসাং এম ৪০ মোবাইল এ 'টাইপ সি' হেডফোন ছাড়া কাজ করে না। মোবাইলটা গিফট এ পাওয়া। মনে মনে ভাবলাম এরপর এমন মোবাইল সেট কিনবো যেটাতে সস্তা হেডফোনও কাজ করে, কেউ গিফট করলে বিষয়টা তাকেও জানাতে হবে।

ঢাকা কলেজ পেছনে ফেলে সায়েন্স ল্যাব আড়ংয়ের সামনে, এখানে এক বৃদ্ধ মহিলা ভিক্ষা না করে বকুল ফুলের মালা বিক্রি করেন। আমি সব সময় বকুলের মালা নেই তারপর দাম চুকিয়ে চোখ বন্ধ করে লম্বা দুটো নিশ্বাসে ফুলের ঘ্রাণ নিয়ে আবার ওনার হাতে মালাগুলো ফিরিয়ে দেই। এগুলো দেখে উনি হাসেন। ওখানটায় মিনিট কয়েক দাঁড়িয়ে খুঁজলাম কিন্তু আজ কেন যেন ওনাকে পেলাম না।

ধানমন্ডির লেক সাইড রোড দিয়ে পথ চলতে চলতে হঠাৎ দু-এক

ফোঁটা বৃষ্টির পানি... আকাশে মেঘ নেই... বৃষ্টি হবেনা। হলে ভালো হতো, ভিজতাম.. আজ বৃহস্পতিবার দুদিন ছুটি আছে সামনে।

রিং রোড পৌঁছে খেয়াল হলো বাম পায়ের জুতোর ফিতে খোলা। অফিসিয়াল ফর্মাল ড্রেসে দাঁড়িয়ে থেকে জুতোর ফিতে বাঁধার মতো পৃথিবীর অন্যতম কঠিন কাজটি করে মুখ তুলে যখন তাকালাম দেখি একটি সাত-আট বছরের বাচ্চা মেয়ে তার চেয়েও ছোট ভাইকে কোলে নিয়ে হাত পেতে সামনে দাঁড়িয়ে,সাহায্য চায়।

নিজের কথা ভাবলাম, এই বয়সে আমি বাবার কাছে শুধু বায়নাই করতাম অথচ মেয়েটি কিনা এই বয়সেই জীবন সংগ্রামে নাম লিখেয়েছে।

মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম আইসক্রিম খাবে কিনা! মাথা নেড়ে সম্মতি দিলো। তিনটি চকবার নিলাম। ওদের হাতে দুটো চকবার আইসক্রিম দিয়ে হাঁটা শুরু করলাম।

হাঁটতে হাঁটতে একটা কথা মনে পড়লো: আজকাল স্বার্থহীন উপকারের মূল্য কেউ বোঝে না, ভাবে এর পেছনে স্বার্থ কি? অসহায়কে সাহায্য করাটা এ ক্ষেত্রে নিরাপদ, শ্রেয়। মহাপুরুষরা অবশ্য অপবাদ মাথায় নিয়েও সাহায্য করে। আমি মহাপুরুষ নই।

বাসার মেইন গেটে যখন পৌছালাম তখন রাত প্রায় ১১.৩০ মিনিট।

'স্যার আইজ এত্ত দেরিতে?'

গেট খুলতে খুলতে দারোয়ান জিজ্ঞেস করলো।

'কাজের অনেক চাপ বুঝলি' বলে লিফটের বাটন চাপলাম। আজ আর সিঁড়ি ভেঙে উঠবো না...।

সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
পাবলিক রিলেশন ডিভিশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

দ্য ফেইথফুল

সাইফুল আলম

সে অনেক দিন আগের কথা। হাফেজ খালেক মিশরি নামে মিশরে এক হাফেজ বাস করতেন।

অপুর্ব মিষ্টি কন্ঠের হাফেজ আব্দুল খালেক মিশরি নামাজে যখন কোরান তেলাওয়াত করতেন আশেপাশের লোকেরা, ব্যস্ত পথচারীরা তার মাটির মসজিদের চারপাশে দাঁড়িয়ে কান খাঁড়া করে শুনত কোরানের সেই অমিয় বাণী।

ফজর ও এশার নামাজে তার তেলাওয়াত শোনার জন্য মুসলিম, ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা পর্যন্ত খালেক মিশরির মসজিদের মাটির দেয়ালে কান পেতে রাখত।

সুন্দর সুললিত কণ্ঠে ফজরের নামাজে তিনি তেলাওয়াত করছেন ইয়াসিন ওয়াল ক্বোরানুল হাকিম ইন্নাকা লা মিনাল মুরছালীন......

বাহিরে কান পেতে রাখা লোকদের মুখ থেকে আচমকাই তাকবির ধ্বনি উঠে- আল্লাহু আকবর।

মসজিদে লাগোয়া খেজুর বৃক্ষে ভোরের আলো ফোটার অপেক্ষায় বসে থাকা ছোট্ট পাখিটি শীষ দিয়ে উঠে।

খালেক মিশরি আজ কয়েক মাস যাবৎ তীব্র পেট ব্যাথায় আক্রান্ত। অম্বলের ব্যাথা তাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছে। ঠিকমত খাওয়া দাওয়া করতে পারেন না তিনি। জোর করে খেতে গেলে বমি হয়ে যায়।

ক্রমে ব্যাথা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। হেকিম কবিরাজ করতে করতে এদের প্রতি আর কোনো আস্থা নেই তার।

এই ব্যাথা নিয়ে ও প্রতিদিন তিনি কোরানের তেলাওয়াত করে যান।

অনেকেই তাকে অসুস্থ শরীরে তেলাওয়াত বন্ধ রাখতে বলেন। খালেক মিশরি মৃদু হাসেন,

- আমার মহামুনীবের সাথে কথা বলি এটাও কি তোমরা চাও না? সবাই চুপ মেরে যান। এ কথার কোনো উত্তর হয় না। হাফেজের ব্যাথা দিনদিন বাড়ে বৈ কমে না।

উদ্বিগ্ন হিতোপদেশ দানকারীদের একজন বলেন,

- হজরত! হেকিম কবিরাজ তো অনেক করলেন, এবার

একটু অন্য চিকিৎসা নিয়ে দেখবেন কি?

- অন্য চিকিৎসা?

মুরুব্বী তার কানের কাছে মুখ লাগিয়ে তৎকালীন মিশরের একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় আধ্যাত্মিক গুরু শামস ই তাবরিজের সঙ্গে সাক্ষাতের পরামর্শ দেন।

- মিশরি তেলাওয়াত শুরু করলেন- লা ইয়াস্তাবি- আসহাবুন- নারি ওয়া আসহাবুল জান্নাহ। আসহাবুল জান্নাতি হুমুল ফায়িঝু-ন।

নিশ্চয়ই জান্নাত এবং জাহান্নামের অধিবাসী-রা সমান নয়। জান্নাতের অধিবাসীরা অবশ্যই সফলকাম। অনেকক্ষন ধরে তেলাওয়াত চলল। খালেক মিশরির পেঠের ব্যাথা কমল তো নাই ই বরং আরো বেড়ে গেলো।

কায়রো শহর থেকে উঠে একদিনের পথ পাড়ি দিয়ে হাফেজ খালেক মিশরি শামস ই তাবরিজের ডেরায় এসে উপস্থিত হন।

বয়োবৃদ্ধ শামস ই তাবরিজ খের্জুর পাতার পাটি বিছানো চৌকিতে শুয়ে আছেন। জয়তুন তেলের চেরাগের মৃদু আলোয় শয়ন কক্ষের অবস্থা দেখে খালেক মিশরি বিস্মিত।

শয়ন কক্ষের প্রতিটি খালি জায়গায় অসংখ্য বই আর বই। এইসব বই তিনি পড়েছেন?
বইয়ের যা অবস্থা তা দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে এইসব বই তিনি নিয়মিতই পড়েন।

খালেক মিশরি সালাম দিয়ে দাঁড়ান।
- দাঁড়িয়ে কেন বসো হাফেজ আব্দুল খালেক মিশরি। খালেক মিশরি চমকে উঠেন। মনে মনে বলছেন- তাবরিজকে তার নাম বলা হয়নি এখনো। তিনি আমার নাম জানলেন কি করে?

- তা পেঠের ব্যাথায় কতদিন ভুগছো খালেক?

এবার খালেক মিশরি কৌতুহল ধরে রাখতে পারলেন না।

- জনাব আপনাকে আমার নাম ধাম, আগমনের হেতু কিছুই তো বলা হয়নি, আপনি সব কেমন করে জানলেন?

শামস ই তাবরিজ সুন্দর করে হাসলেন। জয়তুনের বাতির স্বল্প আলোয় তাঁর উজ্জ্বল দাঁতগুলো ঝলমল করে উঠল।

- হাফেজ!
- হজরত!
- আমাকে একটু তেলাওয়াত করে শোনাও না!
- হজরত! আমি পেঠের ব্যাথায় নিদারুন কষ্ট পাচ্ছি।
- নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি।

সারারাত ধরে তাবরিজের শিয়রে তেলাওয়াত চালিয়ে গেলেন হাফেজ খালেক মিশরি। আশ্চর্য মিশরিকে থামতে বলছেন না তাবরিজ। হাফেজের ব্যাথা যখন অতীতের সব তীব্রতাকে ছাড়িয়ে গেল; তখন তিনি তেলাওয়াত বন্ধ দিয়ে চিৎকার করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রাস্তার ধারের ঘন জঙ্গল থেকে শক্ত একটি ডাল ভেঙ্গে আনলেন। শামস ই তাবরিজের নাম নিয়ে প্রচন্ড ক্রোধে তারই উঠানে থাকা খেজুর গাছটায় সাঁই সাঁই করে পাঁচ সাত ঘা বসিয়ে দিয়ে তাবরিজের অতিথি শালায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

গত তিন মাস তার রাতে ঘুম হয়না। পেটের ব্যাথায় ছটপট করেন শুধু। আজ রাতে তার চোখে ঘুম ঝারি হয়ে গেল.....। হাফেজ খালেক মিশরি দূর পাহাড়ে ঘুরতে গেছেন। সন্ধ্যা হই হই করছে। মাগরিবের ওয়াক্ত হতে আর বেশি দেরি নাই।

তিনি দ্রুত পা চালাচ্ছেন। তাকে ফিরতে হবে। মসজিদে তার অপেক্ষায় আছেন মুসল্লিরা। পা যেনো আর চলে না। দুই পাহাড়ের সংকীর্ণ খাঁড়ি পথে পথ চলছেন তিনি। সূর্য্য অস্ত গেছে খানিক আগেই। আবছা অন্ধকারে এক বৃদ্ধ পথ আগলে দাঁড়ান।

- কে আপনি? আমার পথ আটকেছেন কেন?
- মিশরি ভালো করে দেখত আমায় চিনতে পারিস কি না?
- হযরত শামস ! আপনি? আপনি আমার পথ আগলেছেন কেনো- জনাব?

শুভ্র কেশ আর দাড়িতে তাবরিজকে অপুর্ব সুন্দর লাগছে। তার চারদিকে সবুজ রঙের আলো জ্বলছে। তিনি আচমকা তার পিঠ উদোম করে দিলেন।

তোর কন্ঠে তেলাওয়াত শুনতে চাওয়ার অপরাধে এই শাস্তি দিলি তুই? এই দেখ বেতের আঘাতে আমার পিঠটা কেমন ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে। বহুদিন ধরে তাহাজ্জুতের সেজদায় রবের কাছে প্রার্থনা করি- মা'বুদ আমার বয়স হয়েছে, শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, আগের মত মিষ্টি

স্বরে কোরআর তেলাওয়াত করতে পারি না।

দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে গেছে। তবুও চিত্ত ব্যাকুল হয়ে রয় সুমিষ্ট স্বরে তেলাওয়াত শোনার জন্য। শোকর আদায় করি - তুমি এখনো আমার শ্রবণ শক্তি কেড়ে নাওনি।

মা'বুদ এমন কাউকে মিলিয়ে দাও যে আমায় কিছুটা সময় তোমার কালামে পাক তেলাওয়াত করে শোনায়। খালেক মিশরি- আমার রব আমার রব আমার দোয়া কবুল করেছেন।

হাফেজ খালেক মিশরি চিৎকার করে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। এতক্ষন তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন। তখন সুবহে সাদিকের আবছায়া অন্ধকার কেটে আলো ফুটতে শুরু করেছে। তার পেটে কোনো ব্যথাই নেই আর।

তিনি দৌড়ে ছুটে গেলেন শামস ই তাবরিজের শয়ন কক্ষের দিকে। কক্ষে ঢোকার মুহূর্তে তার কানে ভেসে আসে তাবরিজের তেলাওয়াত- ' ওয়া ইযা তুলিয়াত আলাইহিম, আয়াতুহু ঝা'দাত হুম ঈমানাও....'।

ঈমানদারের কাছে যত বেশি কোরান তেলওয়াত করা হয় তার ঈমান তত মজবুত হয়।

বস্তুত বিশ্বাসীদের বুভুক্ষু হৃদয়গুলো সারাক্ষণ তেলাওয়াত শোনার জন্য উগ্রীব থাকে।
শামস ই তাবরিজ তাই খালেক মিশরির আরোগ্য কামনায় দোয়া করার বদলে তার সুললিত কণ্ঠে কোরান শোনার বায়নাই করেছিলেন মহান রবের কাছে- বারবার।

ফজর শেষে বিদায় নিতে গেলে মহামতি তাবরিজ হাফেজ খালেক মিশরির সিনায় শাহাদাত অঙ্গুলি ঘুরিয়ে বলেন ' হে আমার রব আপনি সাক্ষী খালেক মিশরির বক্ষ পিঞ্জরে আপনার পবিত্র কালাম মজুদ। অনুগ্রহ করে তার কষ্ট দূর করে দিন। আমিন। ছুম্মামিন।

এরপর আরো বিশ বছর বেঁচে ছিলেন হাফেজ খালেক মিশরি। বাকি জীবন আর কোনদিন তার পেঠের ব্যথা উঠেছে বলে শোনা যায় না।

অবসরপ্রাপ্ত

সাময়িক ভাবনা

বাংলাদেশে পপুলিজমের বিস্তার এবং অর্থব্যবস্থায় এর প্রভাব

শাহনাজ রহমান মুক্তা

বর্তমান সময়কে বাংলাদেশের জন্য একটি ক্রান্তিকাল বলা যেতে পারে। জুলাই বিপ্লব দেশকে যে পর্দা উন্মোচন করে দেখিয়েছে, এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। তবে সঠিকভাবে কি কি প্রভাব পড়বে তার অনুমান করতে হলে এর দার্শনিক ভাবধারাটি জানা চাই। প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ও প্রচলিত তথাকথিত নিরাপদ প্রথার বিরুদ্ধে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক এই বিদ্রোহকে পৃথিবীর অন্যান্য সমাজের সমসাময়িক পপুলিজমের উত্থান বলে চিহ্নিত করার প্রয়াস পাওয়া যায়। অর্থব্যবস্থায় পপুলিজমের উত্থানের ফলাফল প্রত্যক্ষ হবে নীতিগত পরিবর্তন, প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর পরিবর্তন, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পরিবর্তন এবং তৃণমূল অর্থনীতিতে একটি বিস্তারিত বিশৃঙ্খলার মাধ্যমে যা সময়ের সাথে সাথে নিয়মে পর্যবসিত হবে।

সাধারণ মানুষের যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনটির দার্শনিক নাম দেয়া হয়েছে পপুলিজম, তার ভুল ব্যাখ্যা দেয়া খুব সহজ। এর ভুল ব্যাখ্যাগুলোই অধিক চর্চিত। পপুলিজমের আদর্শিক সংগাটি সবচেয়ে বেশী গৃহীত হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট কিছু অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক নীতিকে চ্যালেঞ্জ করে নেতা তৈরি হওয়া এবং তাদের মাধ্যমে বিরোধিতার বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে একে চিহ্নিত করা হয়। এই সংগানুসারে "এলিট"দের বিপরীতে অবস্থানকারী রাজনীতি ও "আদর্শিক গোষ্ঠী" তাদের বিকল্প

প্রস্তাবগুলো প্রতিষ্ঠিত করতে মানুষের মতামতকে প্রভাবিত করে। আরও সঠিকভাবে বলতে চাইলে পপুলিজম এমন একটি আদর্মিক প্রকাশ যা সমাজকে "দুষ্ট ও কলঙ্কিত এলিট" এবং "শুদ্ধ জনতা" এই দুইটি সাধারণ শ্রেণীতে ভাগ করে এবং এটি প্রতিষ্ঠিত করতে

চায় যে রাজনীতি জনতার "সঠিক ইচ্ছা"র প্রকাশ হওয়া উচিৎ এবং সেভাবেই পরিচালিত হওয়া উচিৎ। দেশের সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ ও ক্ষমতার পট পরিবর্তনে এবং বিভিন্ন সময় বিতর্কিত "মব জাস্টিস" পপুলিজমের এই আদর্শিক প্রকাশের সাথে মিলে যায়। এর প্রভাব কে একারণে রেনেসাঁর সাথে তুলনা যায় যে, রেনেসাঁর মাধ্যমে যেভাবে সামন্তবাদের পতন হয়েছিল সেভাবেই গণতন্ত্রের প্রচলিত ধারণা ভেঙ্গে যাচ্ছে জনমানুষের অধিকার রক্ষা করতে। কিন্তু দুইটির পার্থক্য এখানেই যে পপুলিজমের উত্থান সাহিত্য বা শিল্প থেকে নয়, রুচিহীন-শ্রীহীন আমজনতার "নন-স্ট্রাকচারড(অগঠিত)" মতামতের মধ্য থেকে। এর প্রভাব এ

কারণে আদর্শিকভাবে ভিন্ন।

দেশের "ব্লু কলার" পদগুলোতে ইতোমধ্যে পরিবর্তন শুরু হয়েছে। মোটামুটি সকল প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান পরিবর্তিত হয়েছেন, নীতিনির্ধারক পদসমূহে বড় রদবদল হয়েছে। এর প্রভাবে সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভাবনায় পরিবর্তন হচ্ছে যা জনগণের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। ভবিষ্যতে নিয়োগ নীতিতে পরিবর্তনের কারনে চাকরি ক্ষেত্রের পরিবর্তন ও দৃশ্যমান হবে। এইসব পরিবর্তন জনমানুষের জন্য ভালো কিছু বয়ে আনবে কি না তা নীতিনির্ধারকদের অভিযোজনের উপর নির্ভর করছে।

প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর পরিবর্তনে প্রাথমিক বিশৃঙ্খলার অবসান হলে পুনরায় "এলিট"রাই চলে আসবে কি না, এ সংশয় এখনো দৃশপটে রয়ে গেছে। তবে এ প্রতিযোগীতায় এলিটদের পরাজয় হলেও তা হবে অনেক বড় মূল্যের বিনিময়ে। অনভিজ্ঞদের নেতৃতেঅব্যবস্থাপনার মূল্য হিসেবে জেঁকে বসতে পারে আরও ব্যাপক মূল্যস্ফীতি, এটি মোকাবেলা করাই এখন অর্থনীতির জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

তৃণমূল পর্যায়ে যে যেভাবে সুয়োগ পাচ্ছে আখের গোছাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। এটি যেমন সত্য তেমনি সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যই নিজের স্বার্থ রক্ষার নতুন নতুন পথ তৈরি হচ্ছে। যদিও যারা প্রতিষ্ঠানিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে নিরাপদ চাকুরি করছেন তারা হয়তো শুধু পদ রক্ষার চিন্তা করছেন। বেসরকারী চাকুরির বেতন-ভাতা ও কর্মঘন্টার সংস্কার করতে বাধ্য হবার বদলে আরও অনিরাপদ কর্মপরিবেশ ও কর্মনীতির উদ্ভব হতে পারে। বেসরকারী খাতের কর্মপরিবেশের উন্নতির দিকে নজর না দিলে জনমানুষবান্ধব সামাজিক ব্যবস্থা তৈরি করা সম্ভব নয়।
সরকারী হস্তক্ষেপ না হলে বাজার ব্যবস্থায় চলমান বিশৃঙ্খলার প্রতিযোগীতায় এলিটরা জয়ী হবে। এতে সাধারণ মানুষের জন্য জীবনমান আরো কমে যাবে।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সাধারণ দার্শনিক মতবাদের পরিবর্তন একটি নিয়মিত ঘটনা পরিক্রমা। এর সাথে সাথে সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থ ব্যবস্থার ভাঙ্গাগড়াও নিয়মিত প্রক্রিয়া। এর সাথে অভিযোজিত হয়ে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক চিত্র কি হয় সেটিই এখন দেখার বিষয়। রেনেসাঁর মতো শিল্প ও সাহিত্যে সমন্বিত বহিঃপ্রকাশ না থাকলেও এর আর্থসামাজিক প্রভাব কোনো অংশেই কম হবে না এ কথা হয়তো বলাই যায়।

তথ্যসূত্র ঃ

• Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (2013). Exclusionary vs. inclusionary populism: Comparing contemporary Europe and Latin America. Government and opposition, 48(2), 147-174.Mudde & Rovira Kaltwasser 2017.

• Abi-Hassan, S. (2017). Populism and gender. The Oxford handbook of populism, 426-444.

• Hawkins, K. A., Aguilar, R., Silva, B. C., Jenne, E. K., Kocijan, B., & Kaltwasser, C. R. (2019, June). Measuring populist discourse: The global populism database. In EPSA Annual Conference in Belfast, UK, June (pp. 20-22).

• McDonnell, D., & Cabrera, L. (2019). The right-wing populism of India's Bharatiya Janata Party (and why comparativists should care). Democratization, 26(3), 484-501.

সিনিয়র অফিসার (স্থপতি)
এস্টাব্লিশমেন্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

AGRANI SMART APP

ব্যবহার করুন

যখন খুশী লেনদেন করুন

ঘরে বসেই খোলা যাবে ব্যাংক এ্যাকান্ট

ঘরে বসেই করা যাবে সব ধরনের লেনদেন

QR কোডটি স্ক্যান করে Google Play Store থেকে অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিন

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি.

Agrani Bank PLC.

দেশ ও জাতির সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ